যশোর জেলার আঞ্চলিক ভাষা

এস· এম· লুৎফর রহমান

ভাষা-বিচারে আঞ্চলিক ভাষাকে 'উপভাষা' বলা হয়। আবার তা বিভাষা নামেও পরিচিত। বস্তুতঃ আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষা বা বিভাষা—কোন নির্দিষ্ট ভাষার মূলরূপ থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন বা বিচ্যুত ভাষা। এ বিচ্যুতি ভাষা-বিজ্ঞানের শব্দতত্ত্ব, ধ্বনি-তত্ত্ব এবং রূপতত্ত্ব—তিন ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অর্থাৎ সাহিত্যের কুলীন ভাষার যেমন নিজস্ব শব্দতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব আছে, তেমনি আঞ্চলিক ভাষার, উপভাষার বা বিভাষারও আছে স্বাতন্ত্র্যমূলক কিছু শব্দসম্পদ, ধ্বনিসম্পদ ও রূপসম্পদ। কিন্তু যেহেতু তা কোন-না-কোন মূল ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত সেই হেতু কোন উপভাষাই কোন নতুন ভাষা নয়; বরং একটি বিশেষ ভৌগোলিক পরিধিতে একটি বিশেষ ভাষার আঞ্চলিক রূপেরই প্রতিনিধি সে। যশোরের আঞ্চলিক ভাষা এর ব্যতিক্রম নয়।

বাঙলাদেশের প্রায় সমস্ত জেলার আঞ্চলিক ভাষার মতই যশোর জেলার আঞ্চলিক ভাষারও অঞ্চল ভেদে-রূপভেদ দেখা যায়। উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা যায়,—এ জেলার পূর্বাংশের ভাষা, বিশেষতঃ নড়াইল ও মাগুরা মহকুমার পূর্বাংশের ভাষা, ফরিদপুরের ভাষা এবং বাগ্‌ভঙ্গি দিয়ে প্রভাবিত। আবার যশোরের পশ্চিমাংশের ভাষা, চব্বিশ পরগনা ও কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষা এবং বাগ্‌ভঙ্গিতে আবিষ্ট। এমন কি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অন্যান্য জেলার মত এ জেলার আঞ্চলিক ভাষাও প্রায়শঃ থানা ভেদে বিভিন্ন।

প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক, আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে আমাদের দেশে বিশেষ গবেষণা হয়নি। বৃটিশ আমলে সরকারী উদ্যোগে জর্জ গ্রীয়ার্সন 'Linguistic Survey of India' নামক ভাষা-জরীপ গ্রন্থে বাঙলার উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা করেছেন মূলতঃ তার উপর ভিত্তি করেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ দেশের প্রথম আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, বাঙলা একাডেমীর উদ্যোগে সম্পাদনা করেন। এ-অভিধানের ভূমিকায় তিনি বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলার উপভাষার মধ্যে পার্থক্য এবং বৈচিত্র্যের উদাহরণ দিতে গিয়েও গ্রীয়ার্সনের উল্লেখিত উদাহরণই উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ঐ সব উপভাষার বিভিন্ন রূপের মধ্যে অঞ্চল বা জেলাভেদে কোন ব্যাকরণগত বিশেষত্বেরও পরিচয় দেননি। ফলে ঐ অভিধানে যশোর জেলার কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দ রূপের সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু ঐ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার সামগ্রিক কোন পরিচয় মেলে না। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর সম্পাদিত 'যশোর-খুলনার ছড়া' বইয়েও—যশোর ও খুলনা জেলার আঞ্চলিক ভাষার যে সামান্য তত্ত্বগত আলোচনা রয়েছে—তার মধ্যেও এরূপ সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। লেখক, সর্বতোভাবে ছড়াগুলোর উপর ভিত্তি ক'রে যে ভাষাতত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা ঐ ছড়ার-ই ভাষাতত্ত্ব, কোন আঞ্চলিক ভাষার তত্ত্ব নয়। কেননা, যে কোন স্থানের লৌকিক ছড়ার ভাষাতত্ত্ব মূলতঃ ঐ অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের একটি বিশেষ মার্জিত রূপেরই পরিচয় বহন করে; তা ঐ স্থানের আঞ্চলিক ভাষার চলতি বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণরূপে চিত্রায়িত করেনা। তা ছাড়া, শিবপ্রসন্ন বাবু খুলনা থেকে পৃথক যশোর জেলার ছড়ার ভাষারও আলাদা কোন ব্যাকরণগত রূপের পরিচয় দেননি।

উল্লেখযোগ্য যে, গ্রীয়ার্সন বাঙলার উপভাষাগুলোকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যভেদে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে প্রাচ্য বিভাগও আবার দু'ভাগে বিভাজ্য।—পূর্বদেশী ও দক্ষিণ-পূর্বা। যশোর জেলার উপভাষা, গ্রীয়ার্সনের শ্রেণীভেদ অনুযায়ী পূর্বদেশী বিভাগেরই একটি পূর্ব-কেন্দ্রিক প্রশাখা। যশোর-খুলনা ও ফরিদপুরের দক্ষিণ-পূর্বাংশ ব্যতীত সমগ্র ফরিদপুর এ প্রশাখার অধীন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই পূর্ব-কেন্দ্রিক প্রশাখার ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—'ধ্বনিতত্ত্বে একমাত্র 'ছ'স্থানে 'S' এবং 'জ' স্থানে 'Z' উচ্চারণ ভিন্ন এবং রূপতত্ত্বে কর্মকারকের এক বচনের বিভক্তি 'রে' এবং সকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালে প্রথম পুরুষে 'ল' ভিন্ন ইহা বহু বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য বিভাগের পূর্বশাখা রূপে গণ্য করা কর্তব্য। এর একটি বিশেষত্ব যেতে, খেতে ইত্যাদি—তুমর্থক ক্রিয়া বিভক্তি: 'তে' স্থানে 'তি', অধিকরণে ই-কার উ-কারের পরস্থিত এ-কার স্থানে ই-কার (যথা-পিঠি, গুড়ি, চালি) এবং সম্বন্ধের 'এর' স্থানে 'ইর' (পিঠির, গুড়ির, চুলির)।' আলোচ্য বিশেষত্বের অপর উদাহরণ—

১. "খাতি নাতি বেলা গেল
শুতি হবেনে কন্নে?" কিংবা—

২. "ইঁদুরির মাতায় সিদুঁরির ফুটা
বেজির মাতায় খই——।" ইত্যাদি

ডক্টর শহীদুল্লাহ্ গ্রীয়ার্সন কর্তৃক সংগৃহীত যশোরের আঞ্চলিক ভাষার যে নমুনা উদ্ধৃত করেছেন তা এই—

"এ্যাক যোনের দুই সল্ ছেল। তার গে মোদ্‌দি ছোট্ যোন্ তার বাপেরে কলে, বাবা যমাযমির যে ভাগ আমি পাব, তা আমারে দ্যাও। তাতে সে তারগে বিশই ভাগ কোরে দেলে।"

এ, যশোরের কোন্ অঞ্চলের সংলাপ তা' বলা হয়নি। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—ঐ সংলাপের সঙ্গে যশোর জেলার পশ্চিম অংশের আঞ্চলিক ভাষার সম্পর্ক নিকটতর। বর্তমান যশোর শহরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত খড়কী উপ-শহরেও এ ভাষার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু যশোর জেলার পূর্ব-দক্ষিণ ও উত্তর অংশে এ কথাগুলো ঠিক ঐ ভাবে বলা হয় না। এই জেলার মাগুরা মহকুমার পূর্ব-প্রান্তের অধিবাসীরা ঐ বক্তব্য প্রকাশ করতে বলেন—"এ্যাক যোনের দুডে ছাওয়াল ছেলো। তাগের মোদ্‌দি ছোটো যোন তার বাপেরে কলো, বা'জান, যুমাযমির বাগ্ যা আমি পাই, তা আমারে দ্যাও। তহন সে বিটা তার বিশায়-আশায় যা ছেলো তা' তার ছাওয়ালগের বাগ্ কোরে দেলো।" এই কথাই আবার ঐ একই শালিখা থানার পশ্চিম প্রান্তে অন্য রকমে বলা হয়। যশোর জেলার সদর মহকুমার বাঘার পাড়া থানার পূর্ব প্রান্ত এবং মাগুরা মহকুমার শালিখা থানার পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তের লোকেরা ঐ কথা প্রকাশ করতে বলেন—"এক যোনের দুডো ছাওয়াল ছিলো, তাগের মোদ্‌দি ছোট যোন তার বাপরে ক'লো, বাপ, যুমাযমির ভাগ যা আমি পাই, তা আমারে দ্যাও। তহন তার বাপ, তার বিত্তি ব্যাশাত যা ছিলো, তা' তার ছাওয়ালগের ভাগ্ কোরে দিলো।"

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আলোচ্য একটি বক্তব্যের তিন রকম বাচন-ভঙ্গির মধ্যে যে বিভিন্নতা তা' প্রধানতঃ উচ্চারণগত বা ধ্বনি-কেন্দ্রিক। যেমন— দু'টো, দুডে, দুডো; ছেলে, ছেলো, ছিলো; যমাযমি, যুমাযমি; কলে, কলো, ক'লো; তারগে, তাগের ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য যে ওই বক্তব্যটুকুর মধ্যেই যশোর জেলার আঞ্চলিক ভাষার সমগ্র রূপটি ধরা পড়েনি। তাই একটু বিস্তৃত পরিসরে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

বস্তুতঃ যশোর জেলার আঞ্চলিক ভাষার একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভের জন্য এর ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও শব্দতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

১. ধ্বনিতত্ত্ব

যশোর জেলার আঞ্চলিক ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করলে নিম্নোক্ত নিদর্শনসমূহ লাভ করা যায়।

১. ক. এ জেলার ধ্বনিতত্ত্বে ক-বর্গের প্রথম বর্ণের পরে ঐ বর্গ বা অন্য বর্গের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ কিংবা 'পঞ্চম বর্ণ থাকলে; প্রথম বর্গের প্রথম বর্ণ, ঐ বর্গের (ক বর্গের) তৃতীয় বর্ণে পরিবর্তিত হয়। যথা,—

এ্যাগ্ গাছ, এ্যাগ্ ঘাট
এ্যাগ্ জাড়, এক ঠাট;
এ্যাগ্ ঝাড়, এ্যাগ্ ঢল
এ্যাগ্ দল, এ্যাগ্ বল।
এ্যাগ্ ধামা, এ্যাগ্ বার,
এ্যাগ্ ভাই, এক মার ॥

এখানে স্পষ্টতঃ এক গাছ>এ্যাগ গাছ, এক ঘাট>এ্যাগ ঘাট, এক জাড় (শীত)>এ্যাগ জাড়, এক ঝাড়>এ্যাগ ঝাড়, এক ঢল>এ্যাগ ঢল, এক দল>এ্যাগ দল, এক বল>এ্যাগ বল, এক ধামা>এ্যাগ ধামা, এক বার>এ্যাগ্ বার ও এক ভাই>এ্যাগ ভাই এর উৎপত্তি। এছাড়া বকাবকি>বগাবগি, শকুন>শোগুন, বকেন>বগেন প্রভৃতিও অনুরূপভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন।

১. খ. যশোর জেলার আঞ্চলিক ভাষায় কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ ও শব্দান্ত জিহ্বামূলীয় 'ক'-ধ্বনির ও খ-ধ্বনির প্রায়শঃ 'হ' ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটে। যথা,— "মুহি মুহি তক্কো না হোরে বাড়ী যা।" বা "সুহি থাকতি ভূতি কিলেয়।" কিংবা "বাহির নাম ফাহি" ইত্যাদি। এখানে স্পষ্টতঃ মুখি>মুহি, সুখী>সুহি এবং ফাঁকি>ফাহি শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক উদ্ভব ঘটেছে। এমনি ভাবেই ডা'কে>ডা'হে, ঢেঁকি>ডেহি বাঁকি>বাহি, ঝাঁকি>জাহি, নাকি>নাহি, এখন>এহোন প্রভৃতির উৎপত্তি।

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, শব্দমধ্যস্থ 'খ'-ধ্বনির ক-ধ্বনিতে পরিবর্তন যথেষ্ট (যেমন—মাখ্‌ত>মাক্‌তো, বখ্‌ত>বক্‌তো, রুখতে>রুক্‌তে) হ'লেও শব্দাদ্যে ক-ধ্বনির এরূপ পরিবর্তন একটি মাত্র ক্ষেত্রে দেখা যায়। যথা—ক'রে>হোরে। √কর ধাতুযুক্ত সমস্ত ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রেই এ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

১. গ. ধ্বনিতত্ত্বে এ জেলার অধিকাংশ স্থানে উপভাষায় "চ-বর্গের দন্ত্য-তালব্য উচ্চারণ" ছাড়াও ক্রিয়াপদে মধ্যম পুরুষে তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত শব্দে একই অন্তঃস্থ বর্ণ পাশাপাশি দু'বার বা দু'টি অন্তঃস্থ বর্ণ পর পর দু'বার থাকলে উচ্চারণের সময় কতিপয় ক্ষেত্রে প্রথমটি দ্বিতীয়টিতে পরিবর্তন লাভ করে এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি করে।

যথা,—"ধত্তি পাল্লিনে তো কল্লি কি?" কিংবা "সোল্লিনে এহোনো?" অথবা "তুই মোল্লিনে ক্যান?" "আমরা ও কাজ পাল্লাম না" ইত্যাদি। এক্ষেত্রে পারলিনে>পাল্লিনে, করলি>কল্লি, স'রলি>সোল্লি, ম'রলি>মোল্লি ও পারলাম>পাল্লাম শব্দের উদ্ভব।

১. ঘ. যশোর জেলার উপভাষায় শব্দমধ্যস্থ স্পর্শবর্ণ ক, গ, জ, ণ, ত, থ, ন, ব, ম, ল; উষ্মবর্ণ শ, স, হ, এবং অন্তঃস্থবর্ণ ড় এবং য় বর্ণের পূর্বে বিশেষতঃ শব্দের আদিতে 'র'ধ্বনি থাকলে তা' প্রায়শঃ 'ন'ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যথা,—"নই বারের দিন নাত্তিরি, নাম পুরির নহিম, নুয়ো নিয়ে নুকৃতি নুকতি আইচেলো।" এখানে রবি>নবি>নই, রাত্তিরি>নাত্তিরি, রাম>নাম, রহিম>নহিম, রুয়ো>নুয়ো ও রুকৃতি>নুকৃতি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। এরূপভাবে রাত>নাত, রাজা>নাজা,>রক্ত>নক্ত, রগ>নগ, রাণী>নানি, রথ>নথ, রানদা (রান্না)>নানদা, লাল>নাল, রশি>নশি, রস>নস, রাড়>নাড় প্রভৃতি ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষণীয়।

১. ঙ. ধ্বনিগত দিক থেকে যশোরের আঞ্চলিক ভাষায় শব্দমধ্যস্থ প্রতিবর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি স্ব স্ব বর্গের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিবর্তন লাভ করে। যথা,—"বাতগুলো মাকনা।" কিংবা "সাবদান, দেহে যাস, ওপতে বাগ আচে।" অথবা "নদীতি এক আদবার গিচি বটে।" এসব উদাহরণে মাখ>মাক, সাবধান>সাবদান, পথে>পতে, বাঘ>বাগ, আছে>আচে, আধ>আদ, গিছি>গিচি শব্দের ধ্বনিগত বিবর্তন লক্ষণীয়। এরূপ আরও উদাহরণ মাঝ>মাজ, শরীফ>শরীপ, গাভ>গাব, সাঁঝ>সাজ, ঢেঁকি>ডেহি ইত্যাদি। উল্টোভাবে, অল্পপ্রাণধ্বনির মহাপ্রাণ রূপলাভও ক্বচিৎ লক্ষনীয়। যথা,—আমি তোরে কইনি যে হ্যানে ঘত্তো বানাস নে?" এখানে গর্ত>গত্তো>ঘত্তো এবং এখানে>এহানে>হ্যানে শব্দের উদ্ভব।

১. চ. আলোচ্য আঞ্চলিক ভাষায় অধিকাংশ স্থানে শব্দমধ্যে কিংবা পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি শব্দের প্রথমটির শেষে এবং দ্বিতীয়টির প্রথমে যদি ঘোষ বর্ণ র-এর পর অঘোষ বর্ণ 'ত' কিংবা অঘোষ বর্ণ ত-এর পর ঘোষ বর্ণ 'দ' থাকে, তাহলে উচ্চারণ কালে প্রথম বর্ণ বিলুপ্ত হয়ে দ্বিতীয় বর্ণটির দ্বিত্ব ঘটায়। যথা,—"কদ্দিন দ'রে কোচ্চি, দোত্তি আস্‌পে, দোত্তি আস্‌পে, গরেত্তে সোত্তি পারবি নে, গত্তোর মদ্দিত্তে টা'নে বারো হরবে, তা এ্যাহোন খাটলো তো?" এখানে কতদিন>কদ্দিন, গর্ত>গত্তো, ধরতি>দোত্তি, ঘরেরতে>গরেত্তে, স'রতি>সোত্তি, গর্তের>গত্তোর, মদ্দিরতে>মদ্দিত্তের উৎপত্তি। অনুরূপভাবে পারত>পাত্তো, করত>কত্তো, মরতো>মত্তো প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব।

১. ছ. এ জেলার উপভাষায় কতিপয় শব্দে স্পর্শবর্ণ 'ব', 'ভ', 'ম'-এর পূর্বে অন্তঃস্থ বর্ণ 'র' বা রেফ্ থাকলে, উচ্চারণকালে ঐ 'র' বা 'রেফ্' চিহ্নটির বিলোপ ঘটে এবং স্পর্শবর্ণটির দ্বিত্ব হয়। যথা,—"তক্কো হোরিসনে।" কিংবা "গাইডের গভেভা খালাস কোত্তি আমি সব্বোসান্ত হোইচি।" এখানে তর্ক>তক্কো, গর্ভ>গভেভা, সর্ব>সব্বো শব্দের বিবর্তন ঘটেছে। অনুরূপ ভাবে বর্বর>বব্বর, ধর্ম>ধম্মো>দম্মো, কর্ম>কম্মো ইত্যাদির উৎপত্তি।

১. জ. যশোরের উপভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ক', 'ট', 'ঠ' ও দন্ত-'ন' অন্ত শব্দের শেষে টা, টি, নি, প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত হ'লে উচ্চারণ কালে শব্দান্ত 'ট' ও 'ন' উপসর্গটির সঙ্গে যুক্ত হয় এবং যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি করে। যথা,—"এট্টা গোরুতি মাট্টা সাফ্ হোরিচে।" এখানে একটা>এ্যাট্টা, মাঠটা>মাট্টা শব্দের উদ্ভব। অনুরূপভাবে

ছোটটা>ছোট্টা, কোটটি>কোট্টি, শার্টটা>শার্ট্টা, শার্টটি>শার্ট্টি, দেননি>দেন্নি, খাননা>খান্না, পাননি>পান্নি, যাননা>যান্না ইত্যাদি শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবর্তন লক্ষণীয়। এ ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ 'র'-এর পর 'ন', থাকলে, 'র'-এর বিলুপ্তি ঘটে এবং পরবর্তী 'ন' বর্ণ দ্বিত্ব হয়। যথা,—"ফিন্নির সিন্নি দেবে জানলি যাতাম না।" এখানে ফিরনি>ফিন্নি ও শির্‌নি>সিন্নির উৎপত্তি ঘটেছে। এক্ষেত্রে বড়টা>বড্ডা ব্যতিক্রম।

১. ঝ. এ জেলার উপভাষায় যুক্তবর্ণ ঙ্ক, ক্ষ, জ্ঞ, দ্ধ, ন্ত্র, ইত্যাদির উচ্চারণকালে ধ্বনি-তারল্য ঘটে এবং সংযুক্ত বর্ণটি কোমল রূপ ধারণ করতে প্রায়শঃ পূর্ববর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয়। যথা,—"সোন্দ্যে কালে যাস্‌নে।" কিংবা "মোন্তর শুদ্দ না হোলি কি যোগ্য রোকেক হয়?" এ দু'টি উদাহরণে সন্ধ্যে>সন্দ্যে, মন্ত্র>মোন্তর, শুদ্ধ>শুদ্দ, যজ্ঞ>যোগ্য, রক্ষে>রোক্কে শব্দনিচয়ের উদ্ভব। অনুরূপভাবে বদ্ধ>বদ্দো, বন্ধু>বোন্দু, বন্ধ>বোন্দো, বান্ধব>বান্দোব, গন্ধ>গোন্দ ইত্যাদির উৎপত্তি।

১. ঞ. যশোর জেলার আঞ্চলিক ভাষায় কতিপয় ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশক বা, বে, বো স্থানে—পা, পে, পো প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—"আমি আসপো, উরা আসপে, তুমি আসপা" ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে ঘোষবর্ণ 'ব' অঘোষবর্ণ 'প'-তে পরিবর্তিত হ'য়েছে।

১. ট. সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে, যশোর জেলার উপ-ভাষায় আমাদের, তাদের, তোদের, ওদের, যাদের প্রভৃতি শব্দের 'দের' স্থানে 'গের' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। কতিপয় শব্দ ব্যতীত অধিকাংশ স্থানে এরূপ ঘটে। যথা,—বাবাগের, মাগের, বুনগের, বাইগের, বাচচাগের, খালাগের, ফুফুগের, খালেকগের, ব্যাপারীগের, মাঝিগের ইত্যাদি। আলোচ্য বৈশিষ্ট্যটিকে বিভক্তি হিসেবে যশোর জেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হিসেবেও নির্দেশ করা যায়।

২. রূপতত্ত্ব

২. ক. যশোর জেলার আঞ্চলিক ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়া রূপের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়—'ইতে' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদসমূহে 'তি', 'আতে' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদে 'ওতি', 'ইয়া', প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ায় 'এ' বা 'য়ে' বা 'ওয়ে' এবং 'ইয়ে' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের শেষে 'আয়' বা 'এ' (য়ে) যুক্ত হয়। যথা,—"খাতি নতি ব্যালা গ্যালো শুতি হবে নে কন্নে?" কিংবা "দান কুড়োতি যাবিনে?" অথবা "চুরি হোরে নিয়ে আসলি কইয়ে দিবানি।" এ সব ক্ষেত্রে খাইতে>খাতি, লইতে>নতি, শুইতে>শুতি, কুড়াতে>কুড়োতি, নিয়া>নিয়ে, কইয়া>কইয়ে শব্দের উৎপত্তি। অনুরূপভাবে আনিতে>আন্‌তি, আসিতে>আসতি, কহিতে>কো'তি, যাইতে>যাতি, গড়াতে>গড়োতি, ডুবাতে>ডুবোতি, আনিয়া>আ'নে, করিয়া>কোরে, বাধিয়ে>বাদায়, বাজিয়ে>বাজায় শব্দের উদ্ভব।

২. খ. এছাড়া 'লে' বা 'ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার শেষে লে বা ইলের পরিবর্তে 'ল' যুক্ত হয়। যথা,—"সে আলি (বা আসলি) আমি যাতাম। বা "সে মরলি বাঁচে যাতো।" কিংবা "খালি পালি তো নিলি ক্যান?" এ সব উদাহরণে এলে>আলি (আস্‌লে>আসলি) মর্‌লে>মোরলি, পাইলে>পালি শব্দরূপের উদ্ভব। এরকম প্রত্যয়গত আরো অনেক বৈশিষ্ট্য যশোর জেলার আঞ্চলিক ভাষায় বিদ্যমান।

অনুরূপভাবে যশোরের উপভাষায় পুরুষভেদে ক্রিয়াপদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের বিভিন্ন রূপের যে পরিচয় পাওয়া যায়—তা নিম্নোক্ত ছকে দ্রষ্টব্য।

অতীত কাল

(কোন্ রকম কাল)	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
	এক ও বহুবচনে	এক ও বহুবচনে	এক ও বহুবচনে
সাধারণ অতীত কাল	দিছিলাম(দিছি) নিছিলাম (নিছি) গিছিলাম (গিছি) হোরিচিলাম (হোরিচি) করিচিলাম (করিচি) ইত্যাদি।	দিছিলে, নিছিলে, গিছিলে, হোরিচিলে (করিচিলে) ইত্যাদি বা দিছিলি, নিছিলি, গিছিলি, হোরিচিলি ইত্যাদি।	দেছেলো, নেছেলো, হোরিছেলো(করিচেলো) ইত্যাদি বা দেলো, নেলো, গ্যালো, খালো, হরলো (কল্লো) ইত্যাদি।
ঘটমান অতীত কাল	দিতিচিলাম, নিতিচিলাম, খাতিচিলাম, হোত্তিচিলাম (কোত্তিচিলাম) ইত্যাদি দিচ্ছিলাম, খাচ্চিলাম, হোত্তিচিলাম ইত্যাদি।	দিতিচিলে, নিতিচিলে, খাতিচিলে, হোত্তিচিলে (কোত্তিচিলে) ইত্যাদি বা-দিচ্ছিলি, নিচ্ছিলি, খাচ্চিলি, হোতিচিলি ইত্যাদি।	দেচেচলো, নেচেচলো খাচেচলো, হোত্তিচেলো (কোত্তিচেলে) ইত্যাদি বা দিতিচেলো,নিতি-চেলো, খাতিচেলো হোতিচেলো, (কত্তিচেলো) ইত্যাদি।
পুরাঘটিত অতীত কাল	দিছিলাম, নিছিলাম,গিছি-লাম, খাইচিলাম, ইত্যাদি সাধারণ অতীতের মতই। তবে কখনও কখনও এসব ক্রিয়ার পূর্বে 'কত' শব্দ ব্যবহৃত হয়।	সাধারণ অতীতকালের মতই। তবে কখনও কখনও এসব ক্রিয়ার পূর্বে দূরত্বজ্ঞাপক 'কত' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,-কত দিছিলো কত গিছিলো বা কত দিছিস, কত গিছিস ইত্যাদি।	পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য সহ সাধারণ অতীতের মতই।
নিত্যবৃত্ত অতীত কাল	দিতাম, নিতাম, খাতাম, কত্তাম বা হত্তাম, ধরতাম বা ধত্তাম ইত্যাদি।	দিতে, খাতে, নিতে, পাতে ধত্তে, মত্তে, হোত্তে (কোত্তে) ইত্যাদি বা নিতি, খাতি, দিতি, পাতি ধোত্তি, মোত্তি, হোত্তি (কোত্তি) ইত্যাদি।	দেতো, খাতো, নেতো, শোতো, কতো, ধত্তো, মত্তো, হত্তো (করতো বা কত্তো) ইত্যাদি।

বর্তমান কাল

কালরূপ	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
	এক ও বহুবচনে	এক ও বহুবচনে	এক ও বহুবচনে
সাধারণ বর্তমান কাল	দি, নি, হোরি (করি), গিলি (খাই) ইত্যাদি।	দিস্, নিস, খাস, হোরিস (করিস), গিলিস এবং দ্যাও, ন্যাও, হরো, গেলো ইত্যাদি।	দেন, নেন, হরেন, খান ইত্যাদি এবং দ্যায় ন্যায়, হরে, গেলে, খায় ইত্যাদি।
ঘটমান বর্তমান কাল	দিতিচি, নিতিচি, খাতিচি, হোত্তিচি (কোরতিচি), গিলতিচি ইত্যাদি। বা দিচিচ, নিচিচ, খাচিচ, হোত্তিচি, গিলতিচি ইত্যাদি।	দিতিচ, নিতিচ, খাতিচ, হোত্তিচ ইত্যাদি। অথবা— দিতিচিস, নিতিচিস, খাতিচিস বা দিচিচস, নিচিচস, খাচিচস ইত্যাদি ।	দিতিচেন, নিতিচেন, খাতিচেন বা দেচেচন, নেচেচন, খাচেচন ইত্যাদি । কিংবা— দিতিচে, নিতিচে, খাতিচে অথবা দেচেচ, নেচেচ, খাচেচ ইত্যাদি।
পুরাঘটিত বর্তমান কাল	দিছি, নিছি, গিছি, খাইচি, কইচি, বইচি, রইচি ইত্যাদি।	দেছো, নেছো, গেছো, খাইচো ইত্যাদি। কিংবা দিছিস, নিছিস, গিছিস, খাইছিস ইত্যাদি।	দেছেন, নেছেন, গেছেন, খাইচেন, কইচেন ইত্যাদি। বা—দেছে, নেছে, গেছে, খাইচে, কইচে ইত্যাদি।
অনুজ্ঞা	×	দ্যাও, ন্যাও, ধরো, হরো ইত্যাদি। কিংবা— দে, নে, দর, হর, হরেক ইত্যাদি।	দেন, নেন, ধরেন, হরেন, মারেন কিংবা দিক, নিক, দোরুক, হোরুক ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল

কালরূপ	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
	এক ও বহুবচনে	এক ও বহুবচনে	এক ও বহুবচনে
সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল	দেবো, নেবো, খাবো, যাবো, শোবো, হরবো ইত্যাদি।	দিবা, নিবা, খাবা, যাবা, হরবা ইত্যাদি এবং দিবি, নিবি, খাবি, যাবি ইত্যাদি।	দেবেন, নেবেন, খাবেন, যাবেন, হরবেন ইত্যাদি। বা—দেবে, নেবে, খাবে, যাবে ইত্যাদি।

ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল	দিবানে (দিতে থাকব অর্থে), নিবানে, খাবানে, যাবানে, হরবানে ইত্যাদি। বা নিতি থাকপো, দিতি থাকপো, কতি থাকপো ইত্যাদি।	দিবানে, নিবানে, খাবানে, যাবানে ; বা— দিবিনি, নিবিনি, খাবিনি, যাবিনি, হোরবিনি ইত্যাদি। নিতি থাকপানে, দিতি থাকপানে ইত্যাদি।	দেবেনে, নেবেনে, খাবেনে, যাবেনে ; বা দেবেন্নে, নেবেন্নে, খাবেন্নে ইত্যাদি। বা— নিতি থাকপেন, দিতি থাকপেন, খাতি থাকপেন ইত্যাদি।
পুরাঘটিত সম্ভাব্য	দিয়ে যাবানে, নিয়ে যাবানে, খাইয়ে যাবানে ইত্যাদি। বা—নিয়ে থাকপো, দিয়ে থাকপো ইত্যাদি।	দিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে, খাইয়ে যাবে, বা—দিয়ে যাবিনি, নিয়ে যাবিনি, খাইয়ে যাবিনি, ইত্যাদি। নিয়ে থাকপা, দিয়ে থাকপা, নিয়ে থাকপি, দিয়ে থাকপি ইত্যাদি।	দিয়ে যাবেনে, নিয়ে যাবেনে, খাইয়ে যাবেনে, হোরে যাবেনে ইত্যাদি। বা—দিয়ে থাকপেন, নিয়ে থাকপেন, খাইয়ে থাকপেন ইত্যাদি।
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	×	দিও, নিও, হোরো ইত্যাদি। কিংবা দিস, নিস, হোরিস ইত্যাদি।	×

৩. শব্দতত্ত্ব

শব্দাবলীর দিক থেকে যশোর জেলার উপভাষায় সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে উৎপন্ন শব্দ, প্রাকৃত থেকে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত শব্দ, অজ্ঞাতমূল দেশীয় শব্দ, বিদেশী শব্দের বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আলোচনা প্রণিধানযোগ্য।

৩. ক. সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত তদ্ভব শব্দের নজীর হিসেবে নিম্নোক্ত বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য। যথা,—"জিনিসটে য্যানো বাঙেনা, আবোক্‌কোন হোরে রাহিস।" এখানে "আবোক্‌কোন" শব্দটি সংস্কৃত আবক্ষণ>প্রাকৃত আবেক্‌খন> আঞ্চলিক ভাষায় আবোক্‌কোন রূপে প্রচলিত হ'য়েছে। এছাড়া 'হোরে' ও 'রাহিস' শব্দদ্বয় প্রাকৃতানুযায়ী ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে যথাক্রমে ক'রে ও রাখিস থেকে এসেছে। এমনি ভাবে ধ্বনি পরিবর্তনের সাহায্যে উৎপন্ন আরও অনেক আঞ্চলিক শব্দের উদাহরণ দেওয়া যায়।

৩. খ. এছাড়া অজ্ঞাতমূল দেশী শব্দের উদাহরণস্বরূপ আড়া, নাড়া, খাড়া, ঠুঙ্গা, ডাঙ্গা, বাঙ্গি, টেঙ্গি, কোড়োল, খোড়োল, সোড়েল, ঘোড়েল, দাড়োস, হড়াস ইত্যাদি। এ ধরনের শব্দ প্রয়োগের নমুনা হিসেবে নিম্নোক্ত বাক্যটি লক্ষণীয়। যথা,—"গাড়োল না ওলি (হ'লি) কেউ ডুঙ্গায় চোড়ে রাঙ্গিচড়া দানের মোদদি দিয়ে সোড়েল মাত্তি যায়?" ইত্যাদি।

৩. গ. বিদেশী ভাষাজাত বিকৃত এবং পরিবর্তিত শব্দও যশোর জেলার উপভাষায় যথেষ্ট বিদ্যমান। যথা,—"উহ্‌ড়ো বোসে উড়োশ মাত্তিচো না আন্দোসা পিটে বানাচেচা?" এ উদ্ধৃতিতে হিন্দী উক্‌ড়ু>উহ্‌ড়ু>উহ্‌ড়ো এবং হিন্দী উড়ু শ>উড়োশ শব্দদ্বয় আগত। আন্দেসা শব্দটিও হিন্দী অন্দরসা থেকে উৎপন্ন। অনুরূপভাবে হক-লাহাক, আরবী হক এবং বাঙলা উপসর্গ যুক্ত না-হক-এর সংযোগে উৎপন্ন হক-না-হক থেকে উদ্ভূত। এছাড়া ইংরেজী শার্ট>শাট, কোর্ট>কোট, ইঞ্জিন>ইঞ্জিল, ডক্টর>দাক্তার, কার্ড>কাট, লঞ্চ> নঞ্চ, এলুমিনিয়াম>ইনামেল, প্রেসিডেণ্ট>পিচ্ছিডেন প্রভৃতি অনেক শব্দের প্রচলন আছে।